بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৮ জানুয়ারি ২০১৯ মোতাবেক ১৮ সুলাহ্ ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আমি আজ হযরত আমের বিন ফুহায়রাহ্ (রা.)'র স্মৃতিচারণ করব, ইতিহাসে তার সম্পর্কে দীর্ঘ বিবরণ পাওয়া যায়। ইসলামী ইতিহাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায়ও তার মূল্যবান ভূমিকা রয়েছে, যাতে তার অংশীদার হওয়ার সুযোগ হয়েছে। আর সেসব ঘটনা এমন, যেগুলো সবিস্তারে বর্ণনা করাও আবশ্যক।

তার ডাকনাম ছিল আবু আমর আর তিনি আযদ গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি হযরত আয়েশা (রা.)'র সৎভাই ভাই তোফায়েল বিন আব্দুল্লাহ্ বিন সাখবারাহ্'র কৃতদাস ছিলেন। তিনিও কৃষ্ণাঙ্গ কৃতদাস ছিলেন। বৈপিত্রেয় ভাইদের আখইয়াফি ভাই বলা হয়। তিনি প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন ছিলেন অর্থাৎ শুরুতে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মহনবী (সা.) দ্বারে আরকামে যাওয়ার পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর ছাগলের পাল চরাতেন। ইসলাম গ্রহণের পর কাফিরদের পক্ষ থেকে তাকে অনেক কষ্ট দেয়া হয়। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন।

মদীনায় হিজরতের সময় মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) যখন সওর গুহায় ছিলেন তখন তিনি হযরত আবু বকর (রা.)'র ছাগলের পাল চরাতেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, ছাগলের পাল আমাদের কাছে নিয়ে আসবে। অতএব, তিনি সারাদিন ছাগপাল চরাতেন আর সন্ধ্যায় হযরত আবু বকর (রা.)'র ছাগপাল সওর গুহার কাছে নিয়ে যেতেন। তখন তারা উভয়ে, অর্থাৎ মহানবী (সা.) এবং আবু বকর (রা.) নিজেরাই দুধ দোহন করতেন। যখন আব্দুল্লাহ্ বিন আবী বকর (রা.) তাদের উভয়ের কাছে অর্থাৎ মহানবী (সা.) এবং আবু বকর (রা.)'র কাছে যেতেন তখন হযরত আমের বিন ফুহায়রাহ্ (রা.) তার পেছনে পেছনে যেতেন যেন তার পায়ের চিহ্ন মুছে যায় আর এটি বুঝা না যায় যে, হযরত আবু বকর (রা.)'র পুত্র কোথায় যাচ্ছে, পাছে কাফিরদের কোন প্রকার সন্দেহ না হয়। যখন মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) সওর গুহা থেকে বের হয়ে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করেন তখন হযরত আমের বিন ফুহায়রাহ্ (রা.)ও তাদের সাথে হিজরত করেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাকে নিজের (বাহনের) পেছনে বসিয়ে নিয়েছিলেন। তখন তাদের পথ-প্রদর্শক ছিল বনু আদ্দীল গোত্রের একজন মুশরিক। {উসদুল গাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৩৪, আমের বিন ফুহায়রাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সনে মুদ্রিত}

হিজরতের পর মহানবী (সা.) হযরত আমের বিন ফুহায়রাহ্ এবং হযরত হারেস বিন অওস বিন মুআয (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। হযরত আমের বিন ফুহায়রাহ্ (রা.) বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন আর বিরে মঊনা'র ঘটনায় চল্লিশ বছর বয়সে তিনি শাহাদত বরণ করেন। {আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৭৪, আমের বিন ফুহায়রাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯০ সনে মুদ্রিত}

হযরত আবু বকর (রা.) হিজরতের পূর্বে সাতজন এমন ক্রীতদাসকে মুক্ত করিয়েছিলেন যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার পথে কষ্ট দেয়া হতো। তাদের মাঝে একজন ছিলেন হযরত বেলাল (রা.) আর হযরত আমের বিন ফুহায়রাহ্ (রা.)ও তাদের একজন ছিলেন। {উসদুল গাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১৯, আব্দুল্লাহ্ বিন উসমান আবু বকর সিদ্দীক (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৩ সনে মুদ্রিত}

হিজরতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, একদিন আমরা ঠিক দুপুরবেলা হযরত আবু বকর (রা.)'র বাড়িতে বসেছিলাম। অর্থাৎ, নিজেদের বাড়িতে বসেছিলেন। কোন এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন, মহানবী (সা.) নিজের মাথায় কাপড় বেঁধে আসছেন। তিনি (সা.) এমন সময়ে আগমন করেন, যে সময়ে তিনি সাধারণত আমাদের কাছে আসতেন না। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত। খোদার কসম! আপনার এই সময়ে আগমন বলছে, নিশ্চয় কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, ইতোমধ্যে মহানবী (সা.) পৌঁছে যান এবং পৌঁছার পর তিনি (সা.) ভেতরে আসার অনুমতি চান। হযরত আবু বকর (রা.) অনুমতি দিলে তিনি (সা.) ভেতরে প্রবেশ করেন। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন, তোমার আশে পাশে যারা আছে তাদেরকে বাহিরে পাঠিয়ে দাও। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, আমার এখানে তো কেবল আপনার বাড়ির লোকেরাই রয়েছে, অর্থাৎ আয়েশা (রা.) এবং তার মাতা উম্মে রুমান। মহানবী (সা.) বলেন, আমি হিজরত করার অনুমতি পেয়ে গেছি। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাকেও আপনার সাথে নিয়ে চলুন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ, তুমিও আমার সাথে চল। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, যেহেতু একসাথে যেতে হবে তাই আমার বাহন হিসেবে ব্যবহৃত এই দু'টি উটনী থেকে একটি আপনি গ্রহণ করুন। মহানবী (সা.) বলেন, আমি মূল্যের বিনিময়ে নিব। হযরত আয়েশা (রা.) বলতেন, অতএব, আমরা তাড়াতাড়ি তাদের দু'জনের জিনিসপত্র গুছিয়ে দেই আর আমরা তাদের জন্য পাথেয় তৈরি করে চামড়ার থলিতে ভরে দেই। হযরত আবু বকর (রা.)'র কন্যা হযরত আসমা নিজের কোমর-বন্ধনী থেকে একটি টুকরা কেটে তা দিয়ে সেই থলির মুখ বেঁধে দেন। এ কারণে তার নাম হয়ে যায় **'যাতুন নিতাক'**।

তিনি বলতেন, এরপর মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) সওর পাহাড়ের এক গুহায় গিয়ে পৌঁছেন এবং সেখানে তারা তিন রাত আত্মগোপন করে থাকেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবু বকর (রা.) রাতে তাদের উভয়ের কাছে গিয়ে অবস্থান করতেন। তখন তিনি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ যুবক ছিলেন, অর্থাৎ পরিপক্ক ও বোধবুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। তিনি অন্ধকার থাকতেই তাদের কাছ থেকে ফিরে আসতেন। প্রত্যুষে অন্ধকার থাকতে থাকতেই ফিরে আসতেন এবং মক্কায় কুরাইশদের মাঝেই তার সকাল হতো। মনে হতো যেন সেখানেই রাত কাটিয়েছেন। আর তাদের অর্থাৎ কাফিরদের যে পরিকল্পনার কথাই শুনতে পেতেন, তা তিনি ভালোভাবে আত্মস্থ করতেন আর অন্ধকার হওয়ার পর গুহায় পৌঁছে তাঁদেরকে তা অবহিত করতেন। অর্থাৎ তিনি সারাদিন মক্কায় অবস্থান করতেন আর কাফিররা যে ষড়যন্ত্রই করতো তা সন্ধ্যায় গিয়ে তাঁদেরকে অবহিত করতেন। হযরত আবু বকর (রা.)'র ক্রীতদাস আমের বিন ফুহায়রাহ্ ছাগলের পাল থেকে একটি দুধেল ছাগী তাদের কাছাকাছি চরাতেন আর এশা'র কিছুক্ষণ পর সেই ছাগীটি তাদের কাছে নিয়ে আসতেন এবং তারা উভয়ে তাজা

দুধ পান করে রাত্রি যাপন করতেন। অর্থাৎ সেই দুধেল ছাগীর দুধ তারা উভয়ে পান করতেন। আমের বিন ফুহায়রাহ্ (রা.) রাতের শেষ প্রহরে পশুপালের কাছে চলে যেতেন আর ছাগলগুলোকে হাঁকতে আরম্ভ করতেন। তিন রাত পর্যন্ত তিনি এমনটিই করতে থাকেন। মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) বনু দীল গোত্রের একজনকে পথ প্রদর্শনের জন্য ভাড়া করেছিলেন আর সে বনু আবদ বিন আদী গোত্রের সদস্য ছিল এবং সে খুবই অভীজ্ঞ ও পথ প্রদর্শনে পারদর্শী ছিল। সেই ব্যক্তি আস বিন ওয়ায়েল বংশের সাথে সন্ধি করে আর সে কাফির কুরাইশদের রীতিনীতিরই অনুসারী ছিল। মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) উভয়ে তার প্রতি আস্থা রাখেন। যদিও সে কাফির ছিল আর কুরাইশদের হাতেই লালিতপালিত হয়েছিল, কিন্তু যাহোক, তিনি (সা.) তাকে বিশ্বাস করেন আর নিজ বাহনের উটনীগুলো তার হাতে তুলে দেন এবং তার কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি নেন যে, সে তিন দিন পর প্রভাতে তাদের উষ্ট্রীগুলো নিয়ে সওর গুহায় পৌঁছবে। আমের বিন ফুহায়রাহ্ (রা.) এবং সেই পথ প্রদর্শক তাঁদের উভয়ের সফরসঙ্গী হয়। সেই পথ প্রদর্শক তাদের তিনজনকে সমুদ্র তীরবর্তী পথ দিয়ে নিয়ে যায়। এটি বুখারীর হাদীস। {সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মানাকেবুল আনসার, বাব হিজরাতুন্ নবী (সা.)... হাদীস নং: ৩৯০৫}

সুরাকা বিন মালেক বিন জো'শাম বলতেন, কাফির কুরাইশদের দূত আমাদের কাছে আসে, আর যে ব্যক্তি মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)-কে হত্যা বা বন্দি করবে তার জন্য রক্তপণ নির্ধারণ করে। সেই মুহূর্তে আমি আমার জাতি বনু মুদলেজ এর এক বৈঠকে উপবিষ্ট ছিলাম, তখনই তাদের একজন সম্মুখ দিক দিয়ে আসে, (সেখানে) এসব কথা-ই হচ্ছিল যে, কীভাবে ধরা যায় বা হত্যা করা যায়। মহানবী (সা.)-এর ওপর কীভাবে আক্রমন করা যায়। তিনি বলেন, আমাদের বৈঠকে এসব কথা-ই হচ্ছিল, এমন সময় একজন এসে আমাদের সামনে দাঁড়ায়, আমরা বসা ছিলাম। সে বলতে আরম্ভ করে, হে সুরাকা! আমি একটু আগে সমুদ্র উপকূলের দিকে কিছু ছায়া দেখেছি। আর আমি মনে করি এরা-ই মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথী। সুরাকা বলেন, আমি তখনই বুঝতে পারি, এরাই তারা, কিন্তু আমি তাকে বললাম, এরা আদৌ তারা নয় বরং তুমি অমুক অমুককে দেখেছ যারা আমাদের সম্মুখ দিয়েই গিয়েছে। অর্থাৎ তার কথা উড়িয়ে দেন। এরপর আমি সেই বৈঠকে কিছুক্ষণ অবস্থান করি। সুরাকার তখন লোভও ছিল যে, কোথাও সে আবার তাদের পশ্চাদ্ধাবন না করে আর পুরস্কারের দাবিদার না হয়ে যায়। তিনি বলেন, যাহোক আমি তার কথা প্রত্যাখ্যান করি। এর কিছুক্ষণ পর আমি উঠি এবং বাড়ি যাই আর নিজের দাসীকে বলি যে, আমার ঘোড়া বের কর, আর তা যেন টিলার অপর প্রান্তেই থাকে। অর্থাৎ পিছনে ছোট একটি টিলা ছিল, আমার ঘোড়াটি সেখানে নিয়ে যাও এবং সেখানেই আমার জন্য বেঁধে রাখ। এরপর আমি আমার বর্শা নেই আর সেটি নিয়ে বাড়ির পিছন দিক দিয়ে বের হই। আমি বর্শার ফলাকে মাটিতে রাখি অর্থাৎ সেটির ওপরের অংশকে নীচের দিকে ঝুঁকিয়ে রাখি আর এভাবে আমার ঘোড়ার কাছে পৌঁছি এবং তাতে আরোহণ করি। অর্থাৎ তিনি নিজের ঘোড়ায় আরোহণ ঘটনা বর্ণনা করেন যে, বর্শার সাহায্যে তিনি ঘোড়ায় চড়েন। (তিনি বলেন,) আমি সেটিকে উজ্জীবিত করি, অর্থাৎ কিছুটা চাপড়ে দেই এবং সেটিকে ছুটাই আর সেটি আমাকে নিয়ে তড়িৎ গতিতে দৌঁড়াতে আরম্ভ করে। এমনকি যখন আমি তাদের কাছাকাছি পৌঁছি, অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছাই তখন আমার ঘোড়া এমনভাবে হোঁচট খায় যে, আমি এর ওপর থেকে পড়ে যাই। আমি উঠে দাঁড়াই এবং নিজের তূণের দিকে হাত বাড়িয়ে তা থেকে তির বের করি আর তা দিয়ে শুভাশুভ নির্ণয় করি, অর্থাৎ তাদের কোন ক্ষতি করতে

পারবো কি-না, তথা তাদেরকে হত্যা করার বা বন্দি করার আমার যে অভিপ্রায় রয়েছে, আমি তা করতে পারবো কি-না। তিনি বলেন, ফলাফল তা-ই আসে যা আমি অপছন্দ করতাম অর্থাৎ ভাগ্য নির্ধারণের ফলাফল আমার বিরুদ্ধে যায়, অর্থাৎ আমি তাদের বন্দি করতে পারবো না।

তিনি বলেন, আমি পুনরায় নিজের ঘোড়ায় চড়ি আর নিয়তির বিরুদ্ধে কাজ করি বা যে ভাগ্য প্রকাশ পেয়েছিল তার বিপরীত কাজ করি। ঘোড়া তড়িৎ গতিতে আমাকে নিয়ে যাচ্ছিল আর আমি তাদের এতটা কাছে পৌঁছে যাই যে, আমি মহানবী (সা.)-কে কুরআন পাঠ করতে শুনতে পাই। মহানবী (সা.) এদিক সেদিক না তাকালেও হযরত আবু বকর (রা.) বারংবার পিছন ফিরে তাকাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ পর যখন আমি নিকটে পৌঁছি তখন আমার ঘোড়ার সামনের দু'পা বালিতে দেবে যায় এবং আমি ভূপাতিত হই। এরপর আমি আমার ঘোড়াকে ধমক দেই আর উঠে দাঁড়াই, কিন্তু সেটি তার পা মাটি থেকে বের করতে পারছিল না। অবশেষে সেটি যখন অনেক জোর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায় তখন তার উভয় পা থেকে ধূলা উড়ে বাতাসে ধোঁয়ার ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ পা এতটা দেবে গিয়েছিল যে, বের করতে গিয়ে জোর দেয়ার কারণে যে ধূলা উড়ে তা এত বেশি ছিল যে, মনে হচ্ছিল ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে। তিনি বলেন, তখন আমি দ্বিতীয় বার তির দিয়ে ভাগ্য নির্ণয় করলে সেই ফলাফলই বের হয় যা আমি অপছন্দ করতাম। অর্থাৎ আমি যা চাচ্ছিলাম অদৃষ্ট তার বিপরীত প্রকাশ পায়, অর্থাৎ আমি মহানবী (সা.)-কে পরাস্ত করতে পারবো না। তখন আমি তাঁকে অর্থাৎ আমি মহানবী (সা.)-কে ডেকে বলি, **এখন আপনি নিরাপদ**, এরপর তিনি দাঁড়িয়ে যান। অর্থাৎ এখন আর আমার কোন দুরভিসন্ধি নেই। তিনি বলেন, আমি আমার ঘোড়ায় চেপে তাঁর (সা.) কাছে যাই। যখন তার বোধদয় ঘটে তখন ঘোড়াও চলতে থাকে আর আমি মহানবী (সা.) এর কাছে পৌঁছে যাই। অথবা তারাও কিছুটা পিছনে আসেন বা থেমে যান। তিনি বলেন, তাদের কাছে পৌঁছার পথে যেসব প্রতিবন্ধকতার আমি সম্মুখীন হয়েছিলাম সেগুলো দেখে আমার হৃদয়ে এই ধারণা জন্মে যে, মহানবী (সা.) অবশ্যই বিজয়ী হবেন। আমি মহানবী (সা.)-কে বলি, আপনার জাতি আপনার জন্য রক্তপণ নির্ধারণ করেছে। এরপর আমি তাদেরকে সেসব কিছু অবহিত করি যা মানুষ তাদের সাথে করার সংকল্প করেছিল। অর্থাৎ কাফিরদের যে কুমতলব ছিল তা সবিস্তারে তাদেরকে অবহিত করি। অতঃপর আমি তাদের সামনে আমার পাথেয় এবং জিনিসপত্র উপস্থাপন করি এবং বলি, এগুলো হল, আমার সামগ্রী। আপনি সফরে যাচ্ছেন, তাই সফরের জন্য কিছু পানাহার সামগ্রী উপস্থাপন করি, কিন্তু আমার কাছ থেকে তিনি তা গ্রহণ করেন নি। মহানবী (সা.) প্রত্যাখ্যান করে বলেন, না, আমাদের প্রয়োজন নেই। আর মহানবী (সা.) কেবল তাদের সফরের বিষয়টি গোপন রাখতে বলা ছাড়া আর কিছুই চান নি। অর্থাৎ কাউকে বলো না যে, আমরা কোন পথে যাচ্ছি। তিনি বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করি (তখন তিনিও মহানবীর সাথে চলছিলেন), আপনি আমার জন্য একটি নিরাপত্তানামা লিখে দিন। মহানবী (সা.) আমের বিন ফুহায়রাহ্ (রা.)-কে বলেন, অর্থাৎ যিনি হাবশী মুক্ত ক্রীতদাস ছিলেন, তাকে বলেন, লিখে দাও। অতঃপর তিনি একটি চামড়ার টুকরোয় তা লিখে দেন। এরপর মহানবী (সা.) যাত্রা করেন।

ইবনে শিহাব এর বর্ণনা রয়েছে যে, উরওয়াহ্ বিন যুবায়ের আমাকে বলেন, মহানবী (সা.) পথিমধ্যে হযরত যুবায়ের (রা.)'র সাথে মিলিত হন যিনি বাণিজ্য শেষে মুসলমানদের একটি কাফেলার সাথে সিরিয়া থেকে ফিরে আসছিলেন। হযরত যুবায়ের (রা.) মহানবী

(সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)-কে সাদা কাপড় পরিধান করান। (ইতোমধ্যে) মদীনায় মুসলমানরা জানতে পারে যে, মহানবী (সা.) মক্কা থেকে রওয়ানা হয়েছেন। তাই তারা প্রতিদিন সকালে 'হার্‌রা' নামক প্রান্তরে যেতেন আর সেখানে তার (সা.) জন্য অপেক্ষা করতেন। অবশেষে দুপুরের দাবদাহের কারণে তারা ফিরে আসতে বাধ্য হতো। অর্থাৎ মধ্যাহ্ন পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করতেন, আর সূর্য যখন মধ্য গগণে থাকতো তখন তীব্র গরমের কারণে তারা ফিরে যেতেন। তারা প্রতীক্ষারত ছিল যে, কখন মহানবী (সা.) মদীনায় পৌঁছবেন। তিনি বলেন, একদিন দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর যখন তারা ফিরে আসেন আর নিজেদের বাড়িতে পৌঁছেন তখন, একজন ইহুদী কোনকিছু দেখার জন্য নিজ মহলের ছাদে উঠে। তখন সে মহানবী (সা.) এবং তাঁর সঙ্গীদের দেখতে পায় যারা সাদা কাপড় পরিহিত ছিলেন আর তাদের ওপর থেকে মরীচিকা ধীরে ধীরে দূর হচ্ছিল। অর্থাৎ, দূর থেকে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছিল কিন্তু ধীরে ধীরে চেহারা স্পষ্ট হতে থাকে। সেই ইহুদী তর সইতে না পেরে অবলীলায় উচ্চস্বরে বলে উঠে, হে আরবের লোকেরা! অর্থাৎ মদীনাবাসীদের ডেকে বলে, ইনিই তোমাদের নেতা যার জন্য তোমরা প্রতীক্ষা করছ। সে জানতো, মুসলমানরা প্রতিদিন এক জায়গায় যায় আর প্রতীক্ষারত থাকে। এ কথা শুনতেই মুসলমানরা উঠে দ্রুত নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র তুলে নেয় আর **'হাররা'**র প্রান্তরে মহানবী (সা.)-কে স্বাগত জানায়। তিনি (সা.) তাদেরকে সাথে নিয়ে নিজের ডান দিকে ফিরেন আর বনী আমর বিন অওফ (রা.)'র পাড়ায় তাদের সাথে অবতরণ করেন। এটি ছিল রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার। হযরত আবু বকর (রা.) মানুষের সাথে সাক্ষাতের জন্য দাঁড়ান আর মহানবী (সা.) নীরবে বসে থাকেন। তখন আনসারদের মাঝ থেকে যারা মহানবী (সা.)-কে ইতিপূর্বে দেখেন নি, তারা আসে আর হযরত আবু বকর (রা.)-কে সালাম করতে থাকে। এমনকি মহানবী (সা.)-এর ওপর রোদ পড়তে থাকে। অর্থাৎ, অনেকটা সময় কেটে যায় এবং বেশ রোদ উঠে। সামান্য যে ছায়া ছিল তা দূরে সরে যায়। তখন হযরত আবু বকর (রা.) আসেন এবং নিজের চাদর দ্বারা মহানবী (সা.)-এর ওপর ছায়া দেন। তখন মানুষ মহানবী (সা.)-কে চিনতে পারেন। তিনি (সা.) বনু আমর বিন অওফ এর মহল্লায় দশ রাতের কিছুটা অধিক সময় অবস্থান করেন আর সেই মসজিদ নির্মাণ করা হয় যার ভিত্তি রাখা হয় তাকওয়ার ওপর। আর মহানবী (সা.) তাতে নামায পড়েন।

এরপর তিনি (সা.) তাঁর উটনীতে আরোহণ করেন আর মানুষ তাঁর সঙ্গে পায়ে হাঁটতে থাকে। সেই উটনী মদীনায় সেখানে গিয়ে বসে পড়ে যেখানে এখন মসজিদে নববী রয়েছে। সে সময় সেখানে কয়েকজন মুসলমান নামায পড়তো, আর তা ছিল সুহায়েল এবং সাহ্‌ল (রা.)'র খেজুর শুকানোর জায়গা। অর্থাৎ এটি এক উন্মুক্ত প্রান্তর ছিল যেখানে এই উভয় ছেলে অর্থাৎ দুই এতিম বালক নিজেদের বাগানের খেজুর শুকাতো। এই (অনাথ) বালকদ্বয় হযরত সা'দ বিন যুরারাহ্ (রা.)'র তত্ত্বাবধানে ছিল। যখন তাঁর (সা.) উটনী তাঁকে নিয়ে সেখানে উপবেশন করে তখন মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ যদি চান এটিই আমাদের আবাসস্থল হবে। এরপর মহানবী (সা.) সেই উভয় বালককে ডেকে পাঠান এবং তাদের কাছে এই জমির মূল্য জানতে চান যেন এখানে মসজিদ নির্মাণ করতে পারেন। তখন তারা উভয়ে বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা আপনাকে এই জমি বিনামূল্যে দিতে চাই। মহানবী (সা.) তাদের কাছ থেকে এই জমি বিনামূল্যে নিতে অস্বীকার করেন এবং তা তাদের কাছ থেকে ক্রয় করেন এরপর (সেখানে) মসজিদ নির্মাণ করেন। মহানবী (সা.) এই মসজিদ

নির্মাণের জন্য মানুষের সাথে ইট বহন করেন। তিনি (সা.) যখন ইট বহন করছিলেন তখন বলছিলেন, هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر

(উচ্চারণঃ 'হাযাল হিমালু, লা হিমালা খায়বার, হাযা আবাররু, রাব্বানা ওয়া আত্বহার')

অর্থাৎ, এই বোঝা খায়বারের বোঝার মত নয়, বরং হে আমাদের প্রভু! এই বোঝা অনেক উত্তম এবং পবিত্র। তিনি (সা.) আরো বলতেন,

اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجره

(উচ্চারণঃ 'আল্লাহুম্মা ইন্নাল আজরা আজরুল আখেরাহ্, ফারহামিল আনসারা ওয়াল মুহাজিরাহ্')

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! প্রকৃত পুণ্য হল পারলৌকিক পুণ্য। তাই তুমি আনসার এবং মুহাজিরদের প্রতি সদয় হও। এটিও বুখারীর রেওয়ায়েত। [সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মানাকেবুল আনসার, বাবু হুজরাতুন্ নবীয়্যী (সা.), হাদীস নং: ৩৯০৬]

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও হিজরতের ঘটনা সম্পর্কে লিখেছেন। তিনি (রা.) এটিকে নিজস্ব রীতিতে বর্ণনা করেছেন। তাই সেই বিবরণও কিছুটা আমি উল্লেখ করছি। তিনি (রা.) লিখেন,

"অবশেষে মক্কা মুসলমানশূন্য হয়ে পড়ে। মাত্র কয়েকজন ক্রীতদাস, স্বয়ং মহানবী (সা.), হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) মক্কায় রয়ে যান। মক্কার লোকেরা যখন দেখলো, এখন শিকার আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে তখন বড় বড় নেতারা পুনরায় সমবেত হয়ে পরামর্শের পর তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এখন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) কে হত্যা করা-ই সমীচীন হবে। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ তকদীরের অধীনে তাঁকে (সা.) হত্যা করার জন্য যে দিন নির্ধারিত হয় সেটি ছিল তাঁর (সা.) হিজরতের দিন। মক্কার লোকেরা যখন তাকে (সা.) হত্যা করার জন্য তাঁর বাড়ির সামনে একত্রিত হচ্ছিল তখন তিনি রাতের অন্ধকারে হিজরতের অভিপ্রায়ে নিজের বাড়ি থেকে বাহিরে বের হচ্ছিলেন।" {এক দিকে কাফিররা জড়ো হচ্ছিল আর অপরদিকে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশনা অনুযায়ী ঠিক সে সময়েই তিনি (সা.) বাহিরে বের হচ্ছিলেন।} **"মক্কাবাসীরা অবশ্যই (এই) ধারণা করে থাকবে যে, তাদের অভিপ্রায়ের সংবাদ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)ও পেয়ে গিয়ে থাকবেন। কিন্তু তবুও যখন তিনি (সা.) তাদের সামনে দিয়ে অতিক্রম করেন তখন তারা এটিই ভাবে যে, ইনি অন্য কোন ব্যক্তি। আর তাঁর (সা.) ওপর আক্রমণ করার পরিবর্তে তারা গুটিসুটি মেরে তাঁর কাছ থেকে লুকাতে আরম্ভ করে"**, {যেন এমন না হয় যে, কেউ গিয়ে মহানবী (সা.)-কে বলে দিবে যে, আমরা সমবেত হচ্ছি।] **"অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.) যেন তাদের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে না পারেন।"** (তাই তারা জড়সড় হচ্ছিল।) তিনি (রা.) লিখেন, **"সেই রাতের পূর্বের দিনই তাঁর (সা.) সাথে হিজরত করার জন্য হযরত আবু বকর (রা.)-কে সংবাদ দেয়া হয়েছিল। অতএব, তিনিও তাঁর (সা.) সাথে মিলিত হন আর উভয়ে একত্রিত হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই মক্কা থেকে যাত্রা করেন এবং মক্কা থেকে তিন চার মাইল দূরে সওর নামক পাহাড়ের চূড়ায় এক গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। মক্কাবাসীরা যখন জানতে পারে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কা ছেড়ে চলে গেছেন তখন তারা একটি সেনাদল গঠন করে এবং তাঁর (সা.) পশ্চাদ্ধাবন করে। একজন অনুসন্ধানীকে তারা নিজেদের সাথে নিয়ে যায়, যে তাঁর (সা.) সন্ধান করতে করতে সওর পাহাড়ে গিয়ে উপনীত হয়। সেখানে সে সেই গুহার কাছে পৌঁছে, যেখানে তিনি**

(সা.) আবু বকর (রা.)'র সঙ্গে লুকিয়ে ছিলেন, সেই (অনুসন্ধানী) দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলে, হয় মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এই গুহায় রয়েছেন নতুবা আকাশে চলে গেছেন। তার এ কথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.)'র মনোবল ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয় আর তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে মহানবী (সা.)-কে বলেন, শত্রু মাথার ওপর পৌঁছে গেছে, আর (কয়েক মুহূর্তের মধ্যে) গুহায় প্রবেশ করতে যাচ্ছে। তিনি (সা.) বলেন, لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا (সূরা আত্ তওবা: ৪১) অর্থাৎ, হে আবু বকর! ভয় পেয়ো না, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের উভয়ের সাথে আছেন। হযরত আবু বকর (রা.) উত্তরে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি নিজ প্রাণের জন্য ভয় করি না, কেননা আমি তো এক সামান্য মানুষ মাত্র, আমি মারা গেলে একজন মানুষই মারা যাবে। হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমার শুধু এই ভয় হচ্ছে, আপনার প্রাণের ওপর যদি কোন আঘাত আসে তাহলে পৃথিবী থেকে আধ্যাত্মিকতা এবং ধর্মের নামচিহ্ন মুছে যাবে। তিনি (সা.) বলেন, কোন ভয় নেই। এখানে শুধু আমরা দু'জনই নই বরং তৃতীয় সত্তা খোদা তা'লাও আমাদের সঙ্গে আছেন। যেহেতু এখন সেই সময় এসে গিয়েছিল যেন খোদা তা'লা ইসলামকে প্রসারিত করেন আর উন্নতি দান করেন আর মক্কাবাসীদের অবকাশের সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল, তাই খোদা তা'লা মক্কাবাসীদের চোখ পর্দাবৃত করে দেন আর তারা সেই অনুসন্ধানীকে নিয়ে হাসাহাসি করতে আরম্ভ করে আর বলে, তিনি (সা.) কি এই উন্মুক্ত জায়গায় আশ্রয় নিবেন? এটি কোন আশ্রয় নেয়ার স্থান নয়। তাছাড়া এখানে অনেক সাপ-বিচ্ছুও বাস করে, কোন বুদ্ধিমান এখানে আশ্রয় নিতে পারে না। আর গুহায় উঁকি দিয়ে দেখার পরিবর্তে তারা সেই অনুসন্ধানীকে নিয়ে ঠাট্টা করতে করতে ফিরে যায়।

দু'দিন সেই গুহায় অপেক্ষার পর পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী রাতের বেলা গুহার কাছে বাহন পৌঁছানো হয়। আর দু'টি দ্রুত গতি সম্পন্ন উটনীতে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং তাঁর (সা.) সঙ্গী যাত্রা করেন। একটি উটনীতে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং পথ প্রদর্শনকারী ব্যক্তি আরোহণ করেন। আর দ্বিতীয় উটনীর ওপর হযরত আবু বকর (রা.) এবং তার ভৃত্য আমের বিন ফুহায়রাহ্ (রা.) চড়েন। মদীনা অভিমুখে যাত্রা করার প্রাক্কালে মহানবী (সা.) মক্কার দিকে দৃষ্টি ফেরান, সেই পবিত্র শহরের দিকে, যেখানে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছেন, যেখানে তিনি (সা.) প্রেরিত হয়েছেন এবং যেখানে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর যুগ থেকে তাঁর (সা.) পিতৃপুরুষগণ বসবাস করছেন, তিনি শেষবারের মত দৃষ্টিপাত করেন আর আক্ষেপের সাথে সেই শহরকে সম্বোধন করে বলেন, হে মক্কা নগরী! তুমি আমার কাছে সকল স্থানের চেয়ে বেশি প্রিয়, কিন্তু তোমার অধিবাসীরা আমাকে এখানে থাকতে দিচ্ছে না। তখন হযরত আবু বকর (রা.)ও অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলেন, এরা নিজেদের নবী (সা.)-কে বহিষ্কার করেছে, এখন এরা অবশ্যই ধ্বংস হবে।

মক্কাবাসীরা যখন তাঁর (সা.) সন্ধানে ব্যর্থ হয় তখন তারা ঘোষণা দেয়, যে-ই মুহাম্মদ {রসূলুল্লাহ্ (সা.)} অথবা আবু বকর (রা.)-কে জীবিত বা মৃত ফিরিয়ে আনবে তাকে একশ' উটনী পুরস্কার দেয়া হবে। আর এই ঘোষণার সংবাদ মক্কার চতুষ্পার্শ্বের গোত্রগুলোতেও প্রেরণ করা হয়। অতএত, এক মরুবাসী নেতা সুরাকাহ্ বিন মালেক সেই পুরস্কারের লোভে তাঁর (সা.) পিছু ধাওয়া করে। সন্ধান করতে করতে মদীনা অভিমুখী পথে সে তাঁর (সা.) কাছে পৌঁছে যায়। সে দু'টি উটনী এবং তার আরোহীদের দেখতে পেয়েই বুঝতে পারে, এরাই মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং তাঁর সফরসঙ্গী, তখন সে তাঁদের পশ্চাদ্ধাবনে তার ঘোড়া ছোটাতে থাকে। পথিমধ্যে ঘোড়াটি প্রচণ্ড রকম হোঁচট খায় আর সুরাকাহ্ পড়ে যায়। সুরাকাহ্ পরবর্তীতে মুসলমান হয়েছিল। সে স্বয়ং নিজের ঘটনা এভাবে বর্ণনা করে।"

(দীবাচাহ্ তফসীরুল কুরআন, আনওয়ারুল উলুম, ২০তম খণ্ড, পৃঃ ২২২-২২৪)

এরপর সেই বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে যা পূর্বে সুরাকাহ্‌র প্রেক্ষিতে বর্ণিত হয়েছে, তা-ই তিনি (রা.) বর্ণনা করেন। পুনরায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন,

"আমের বিন ফুহায়রাহা (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে নিরাপত্তানামা লিখে সুরাকাহ্‌র হাতে দেন, তখন সুরাকাহ্‌র প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালেই আল্লাহ্ তা'লা তার পরবর্তী অবস্থা অদৃশ্য হতে মহানবী (সা.)-এর কাছে প্রকাশ করেন।" (আল্লাহ্ তা'লা অদৃশ্য হতে মহানবী (সা.)-কে জ্ঞাত করেন যে, ভবিষ্যতে সুরাকাহ্‌র সাথে কি ঘটতে যাচ্ছে আর সে অনুযায়ী তিনি (সা.) তাকে বলেন,) **সুরাকাহ্! তখন তোমার কী অবস্থা হবে যখন তোমার হাতে কিসরার কঙ্কণ শোভা পাবে। সুরাকাহ্ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে, ইরানের বাদশাহ্ কিসরা বিন হরমুযের কথা বলছেন? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। মহানবী (সা.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রায় ১৬/১৭ বছর পর আক্ষরিকভাবে পূর্ণতা লাভ করে।**

সুরাকাহ্ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মদীনায় চলে আসে। মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর প্রথমে হযরত আবু বকর (রা.) এবং এরপর হযরত উমর (রা.) খলীফা মনোনীত হন। ইসলামের ক্রমবর্ধমান মহিমা দেখে ইরানীরা মুসলমানদের ওপর আক্রমন করতে আরম্ভ করে। ইসলামকে পিষ্ট করা তো দূরের কথা তারা নিজেরাই ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পিষ্ট হয়। (ইরানীরা প্রথমে আক্রমন শুরু করেছিল।) পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী মুসলমানদের ঘোড়ার পদাঘাতে পদদলিত হয়। আর ইরানের ধনভাণ্ডার মুসলমানদের করতলগত হয়। ইরানী বাদশাহ্‌র যেসব ধনসম্পদ মুসলমান সেনাদের হস্তগত হয় এর মধ্যে সেই কড়া বা কঙ্কণও ছিল যা ইরানের সম্রাট কিসরা রীতি অনুসারে সিংহাসনে আরোহণের সময় পরতো। সুরাকাহ্ মুসলমান হওয়ার পর নিজের সেই ঘটনাটি অত্যন্ত গর্বের সাথে মুসলমানদেরকে শোনাতো, যার সম্মুখীন তিনি মহানবী (সা.)-এর হিজরতের সময় হয়েছিলেন। আর মুসলমানরাও এ বিষয়ে অবহিত ছিল যে, মহানবী (সা.) তাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, সুরাকাহ্! তখন তোমার কী অবস্থা হবে যখন তোমার হাতে কিসরার কঙ্কণ শোভা পাবে। হযরত উমর (রা.)'র সামনে যখন গণিমতের মালামাল এনে রাখা হয় আর এর মধ্যে কিসরার কঙ্কণটি দেখা মাত্রই তার (রা.) চোখের সামনে পুরো চিত্র ভেসে উঠে। (অর্থাৎ) সেই দুর্বলতা ও অক্ষমতার সময় যখন আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-কে স্বদেশ ছেড়ে মদীনায় আসতে হয়েছিল। আর সুরাকাহ্ এবং অন্যান্য লোকদের তাঁর পশ্চাদ্ধাবনে ঘোড়া ছোটানো অর্থাৎ তাঁকে (সা.) হত্যা করে বা জীবিতাবস্থায় মক্কাবাসীদের হাতে তুলে দিতে পারলে একশত উটের মালিক হবে আর তখন সুরাকাহ্‌কে উদ্দেশ্য করে মহানবী (সা.)-এর এই কথা বলা যে, সুরাকাহ্! তোমার অবস্থা তখন কতই না ঈর্ষণীয় হবে যখন তোমার হাতে কিসরার কঙ্কণ শোভা পাবে! এটি কত বড় ভবিষ্যদ্বাণী ছিল! কত সুস্পষ্ট অদৃশ্যের সংবাদ ছিল! হযরত উমর (রা.) যখন স্বচক্ষে কিসরার কঙ্কণ দেখেন তখন খোদার শক্তিমত্তা বা মহিমা তার দৃষ্টিপটে ভেসে উঠে। তিনি বলেন, সুরাকাহ্‌কে ডাক। তাকে ডাকা হলে হযরত উমর (রা.) তাকে কিসরার কঙ্কণ নিজের হাতে পরিধান করার নির্দেশ দেন। সুরাকাহ্ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর খলীফা! স্বর্ণ পরিধান তো (পুরুষ) মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ। হযরত উমর বলেন, হ্যাঁ– নিষিদ্ধ, পুরুষদের জন্য স্বর্ণ পরিধান নিষিদ্ধ, কিন্তু এই উপলক্ষ্যে নয়। এটি সেই উপলক্ষ্য নয় যখন এটি নিষিদ্ধ হতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে তোমার হাতে স্বর্ণ পরিহিত দেখিয়েছেন। তাই হয় তুমি এই কঙ্কণ পরবে নয়তো আমি তোমাকে শাস্তি দিব। কেননা, এখন এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে আর এর বাকি অংশও তোমাকে

পূর্ণ করতে হবে। সুরাকাহ্‌র আপত্তি নিছক শরীয়তের শিক্ষার কারণে ছিল, নতুবা তিনি নিজেও মহানবী (সা.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা দেখার প্রত্যাশী ছিলেন। সুরাকাহ্ সেই কঙ্কণ নিজের হাতে পরিধান করেন আর মুসলমানরা স্বচক্ষে এই মহান ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে দেখেছেন।" (দীবাচাহ্ তফসীরুল কুরআন, আনওয়ারুল উলুম, ২০তম খণ্ড, পৃঃ ২২২-২২৬ দ্রষ্টব্য)

কোন কোন গ্রন্থ অনুসারে সুরাকাহ্ বিন মালেক (রা.)-কে কঙ্কণ পরানো সংক্রান্ত বাক্য তিনি (সা.) হিজরতের সময় বলেন নি, বরং যখন মহানবী (সা.) হুনায়েন ও তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন জি'রানাহ্ নামক স্থানে বলেছেন।

(বুখারী, বিশ্‌শরাহ লিলকিরমানী, ১৪তম খন্ড, পৃঃ ১৭৮, কিতাব বাদউল খালক, বাব আলামাতিন নবুয়্যতে ফিল ইসলাম, হাদীস নংঃ ৩৩৮৪, বৈরুতের দারুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৮১ সালে মুদ্রিত)

কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঘটনা সেটিই যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ হিজরতের সময়ই তিনি (সা.) একথা বলেছিলেন, যেমনটি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও লিখেছেন।

আমের বিন ফুহায়রাহ্ (রা.) হিজরত করে মদীনায় আসার পর অসুস্থ হয়ে পড়লে মহানবী (সা.) দোয়া করেন এবং তিনি আরোগ্য লাভ করেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) হিজরতের পর যখন মদীনায় আসেন তখন তাঁর কয়েকজন সাহাবী অসুস্থ হয়ে পড়েন। হযরত আবু বকর (রা.), হযরত আমের বিন ফুহায়রাহ্ (রা.) আর হযরত বেলাল (রা.)ও পীড়িত হন। হযরত আয়েশা (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে তাদেরকে দেখতে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি (সা.) তাঁকে অনুমতি প্রদান করেন। হযরত আয়েশা (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কেমন আছেন? উত্তরে তিনি (রা.) এই পঙ্‌ক্তি পাঠ করেন,

كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله

(উচ্চারণ: **'কুল্লু আমরিইন মুসাব্বাহুন ফি আহলিহি, ওয়াল মাওতু আদনা মিন শিরাকে না'লিহী'**)

অর্থাৎ, **"প্রত্যেকে নিজ বাড়িতে প্রভাতে যখন জাগ্রত হয় তখন তাকে শুপ্রভাত বলা হয়ে থাকে। অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতা থেকেও অধিক নিকটতর হয়ে থাকে"**। অর্থাৎ, সে যখন ঘুম থেকে উঠে তখন সে এই অবস্থায় থাকে। মোটকথা মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এরপর তিনি হযরত আমের বিন ফুহায়রাহ্ (রা.)'র কাছে তার স্বাস্থ্যের খবরাখবর জিজ্ঞেস করেন। তখন তিনি এই পঙ্‌ক্তি পাঠ করেন,

إني وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه

(উচ্চারণ: **'ইন্নি ওয়াজ্জাদতুল মওতা কাবলা যাওকিহি, ইন্নাল জাবানা হাতফুহু মিন ফাওকিহি'**)

অর্থাৎ, **নিশ্চয় আমি মৃত্যুর স্বাদ নেয়ার পূর্বেই মৃত্যুকে পেয়ে গেছি। আর নিশ্চয় ভীরুর মৃত্যু অকস্মাৎ আসে অর্থাৎ বীর বা সাহসী (ব্যক্তি) মৃত্যুর জন্য সদা প্রস্তুত থাকে। আর ভিতু এর জন্য প্রস্তুত থাকে না।** এরপর হযরত আয়েশা (রা.) হযরত বেলাল (রা.)'র কাছে তার খবরাখবর জিজ্ঞেস করেন। তখন তিনি এই পঙ্‌ক্তি পাঠ করেন,

يا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفج وحولي إذخر وجليل

(উচ্চারণ: **'ইয়া লাইতা শি'রী হাল আবিতান্না লাইলাতান বিফাজ্জিন ওয়া হাউলী ইযখিরুউ ওয়া জালিল'**)

অর্থাৎ, **হায়! আমি যদি জানতে পারতাম, আমি মক্কার উপত্যকায় কোন রাত ডাপন করবো আর আমার চতুর্দিকে মক্কার ইযখির এবং জলীল ঘাস থাকবে** (মক্কার বিশেষ ঘাস)। এরপর তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে ফিরে আসেন এবং তাঁকে এই সাহাবীদের কথা শোনান এবং বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) এ কথা বলেছেন, হযরত আমের বিন ফুহায়রাহ্ (রা.) এ কথা বলেছেন এবং হযরত বেলাল (রা.) এ কথা বলেছেন। তখন মহানবী (সা.) আকাশের দিকে তাকিয়ে এই দোয়া করেন,

اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشد اللهم بارك لنا في صاعها وفي مدها وانقل وباءها إلى مهيعة

(উচ্চারণ: **'আল্লাহুম্মা হাব্বিব ইলাইনাল মাদীনাতা কামা হাব্বাবতা ইলাইনা মাক্কাতা আও আশাদ্দা। আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি সা'য়িহা ওয়া ফি মুদ্দিহা ওয়ানকুল ওয়া বাআহা ইলা মাহাইআ'তা')**

অর্থাৎ. **"হে আল্লাহ্! মদীনাকে সেভাবে আমাদের কাছে প্রিয়তর করে তোল যেভাবে তুমি মক্কাকে আমাদের জন্য প্রিয় করেছিলে বা তার চেয়েও বেশি। হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য এর পরিমাপের প্রত্যেক সা ও মুদ-এ কল্যাণ সৃষ্টি করে দাও** (এটি দু'টি ওজনের পরিমাপ)। **আর মদীনাকে আমাদের জন্য স্বাস্থ্যকর স্থান বানিয়ে দাও। আর এর মহামারিকে মাহাইআ'হ্ স্থানে স্থানান্তরিত কর, অর্থাৎ আমাদের কাছ থেকে (একে) দূর করে দাও।"**

{মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ১০ম খণ্ড, পৃ: ১০১-১০২, হাদীস নং: ২৫০৯২, মুসনাদ আয়েশা (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৮ সালে মুদ্রিত}

হযরত আমের বিন ফুহায়রাহ্ (রা.) বি'রে মঊনার ঘটনায় শহীদ হয়েছিলেন। যখন তাদেরকে বি'রে মঊনা (উপত্যকায়) নিহত হয় আর হযরত আমর বিন উমাইয়াহ্ যামারাই (রা.)-কে বন্দি করা হয় তখন আমের বিন তোফায়েল এক নিহত ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করে তাকে জিজ্ঞেস করে, ইনি কে? তখন আমের বিন উমাইয়াহ্ (রা.) উত্তরে বলেন, ইনি আমের বিন ফুহায়রাহ্ (রা.)। (এরপর) আমের বিন তোফায়েল বলে, আমি আমর বিন ফুহায়রাহ্কে দেখেছি, নিহত হওয়ার পর তাকে আকাশের দিকে উত্তোলন করা হয়েছে। এমনকি এখনো আমি দেখছি, আকাশ তার এবং পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে। এরপর তাকে ভূমিতে নামিয়ে আনা হয়। মহানবী (সা.)-এর কাছে তার সংবাদ পৌছলে তিনি (সা.) সাহাবীদেরকে তার নিহত হওয়ার সংবাদ দেন এবং বলেন, তোমাদের সঙ্গী শহীদ হয়ে গেছেন। আর তিনি (রা.) স্বীয় প্রভুর কাছে দোয়া করেছেন, **হে আমাদের প্রভু! আমাদের সম্পর্কে আমাদের ভাইদেরকে অবহিত কর যে, আমরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট আর তুমি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছ। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা তার সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করেন**। **(সহীহ্ বুখরী, কিতাবুল মাগাযী, বাবু গাযওয়াতির্ রাজী'..., হাদীস নং: ৪০৯৩)** এটিও বুখারীরই বর্ণনা। এক অমুসলিমকেও আল্লাহ্ তা'লা এই দৃশ্য দেখিয়েছেন, যেভাবে মহানবী (সা.)-কে অবগত হয়েছিলেন।

হযরত আমের বিন ফুহায়রাহ্ (রা.)-কে কে শহীদ করেছে- এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে তাকে আমের বিন তোফায়েল শহীদ করেছে, যে এ ঘটনা বর্ণনা করেছে। **(ইস্তিয়া'ব, ২য় খণ্ড, পৃ: ৭৯৬, আমের বিন ফুহায়রাহ্ (রা.), বৈরুতের দারুল জীল থেকে ১৯৯২ সালে মুদ্রিত)**

তার শাহাদত সম্পর্কে আমের বিন তোফায়েলই প্রশ্ন করেছিল। সে শত্রুদের দলর্ভুক্ত ছিল। পক্ষান্তরে আরেক বর্ণনা থেকে জানা যায়, তাকে আব্দুল জব্বার বিন সালমী শহীদ

করেছিল। যাহোক, বি'রে মঊনার সময় তিনি শহীদ হয়েছিলেন। **(ইস্তিয়া'ব, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৯-২৩০, জব্বার বিন সালমী (রা.), বৈরুতের দারুল জীল থেকে ১৯৯২ সালে মুদ্রিত)**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত আমের বিন ফুহায়রাহ্ (রা.)'র এই শাহাদতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন,

"অতএব দেখ! ইসলাম তরবারির জোরে বিজয় লাভ করে নি। বরং ইসলাম সেই মহান শিক্ষার মাধ্যমে জয়যুক্ত হয়েছে যা হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করতো এবং চরিত্রে এক উন্নত মানের পরিবর্তন সৃষ্টি করে দিতো। একজন সাহাবী বলেন, আমার মুসলমান হওয়ার একমাত্র কারণ ছিল, আমি সেই জাতির অতিথি ছিলাম যারা বিশ্বাসঘাতকতা করে মুসলমানদের সত্তর জন ক্বারীকে শহীদ করেছিল। তারা যখন মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে তখন কয়েকজন মুসলমান উঁচু টিলায় আরোহণ করেন আর কয়েকজন তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অটল এবং অনড় থাকেন। শত্রুরা যেহেতু সংখ্যায় অনেক বেশি ছিল আর মুসলমানরা ছিল খুবই স্বল্প, অধিকন্তু তারা ছিল নিরস্ত্র ও সাজসরঞ্জামশূন্য। এ কারণে শত্রুরা একে একে সব মুসলমানকে শহীদ করে। অবশেষে শুধু একজন সাহাবী অবশিষ্ট থাকেন যিনি মহানবী (সা.)-এর হিজরতের সময় সাথে ছিলেন এবং হযরত আবু বকর (রা.)'র মুক্ত ক্রীতদাস ছিলেন। তার নাম ছিল আমের বিন ফুহায়রাহ্ (রা.)। অনেকে মিলে তাকে ধরে ফেলে এবং একজন সজোরে তার বক্ষে বর্শা নিক্ষেপ করে। বর্শা আঘাত করা মাত্র তার মুখ থেকে অবলীলায় এই বাক্য বের হয়, **'ফুযতু ওয়া রাব্বিল কাবা'** অর্থাৎ কাবার প্রভুর কসম! আমি সফলকাম হয়েছি। যেই ব্যক্তি আক্রমণকারীদের সাথে ছিল এবং পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন তিনি বলছেন, আমি তার মুখে এই বাক্য শুনে আমি হতভম্ব হয়ে যাই এবং বলি, এক লোক নিজের আত্মীয়স্বজন থেকে দূরে, স্ত্রী-সন্তান থেকে দূরে, এত বড় সমস্যায় জর্জরিত, আর তার বক্ষে বর্শা নিক্ষেপ করা হয়েছে কিন্তু সে মৃত্যুর সময় যদি কিছু বলে থাকে তাহলে কেবল এটি বলেছে যে, **কাবা গৃহের প্রভুর কসম! আমি সফলকাম হয়েছি।** এই ব্যক্তি পাগল নয় তো? এরপর আমি আরো কয়েকজনের কাছে জিজ্ঞেস করি, বিষয়টি কী, তার মুখ থেকে এমন বাক্য কেন নিঃসৃত হল? তারা বললো, তুমি জান না, মুসলমানরা সত্যিই উন্মাদ। এরা যখন খোদার পথে মারা যায় তখন মনে করে, **আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন আর তারা সাফল্য লাভ করেছে।** তিনি বলেন, আমার মনমস্তিষ্কে এর এত গভীর প্রভাব পড়ে যে, আমি সিদ্ধান্ত নেই, আমি এদের কেন্দ্রে গিয়ে দেখব এবং স্বয়ং এদের ধর্ম নিয়ে গবেষণা করব। অতএব, এ উদ্দেশ্যে আমি মদীনায় পৌঁছি এবং ইসলাম গ্রহণ করি। সাহাবীরা (রা.) বলেন, এই ঘটনা অর্থাৎ এক ব্যক্তির বক্ষে বর্শা নিক্ষেপ করা হয় আর স্বদেশ থেকে সে শত শত মাইল দূরে, তার কোন প্রিয়জন বা আত্মীয়ও কাছে নেই, অথচ তার মুখ থেকে **'ফুযতু ওয়া রাব্বিল কা'বা'** নিঃসৃত হয়- ঐ আক্রমনের পর যখন এই ব্যক্তি মুসলমান হয়েছিল– এটি তার হৃদয়ে এত গভীর প্রভাব সৃষ্টি করেছিল যে, সে যখন এই ঘটনা শোনাতো তখন **'ফুযতু ওয়া রাব্বিল কাবা'** বাক্যে পৌঁছার পর ঐ ঘটনার প্রভাবে হঠাৎ তার শরীর কেঁপে উঠতো আর চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতো। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, ইসলাম স্বীয় অনুপম বৈশিষ্ট্যের কারণে বিস্তার লাভ করেছে, ক্ষমতার বলে নয়। **(সয়রে রূহানী, আনওয়ারুল উলূম, ২২তম খণ্ড, পৃঃ ২৫০-২৫১ দ্রষ্টব্য)**

একথাও বলা হয়, হযরত আমের বিন ফুহায়রাহ্ (রা.)'র শাহাদতের সময় তার মুখ থেকে যে শব্দ নিঃসৃত হয়েছে তাতে **'ফুযতু ওয়া রাব্বিল কাবা'** আর **'ফুযতু ওয়াল্লাহ্'** এই উভয় বাক্যের উল্লেখ বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়। এছাড়া এই বাক্য অন্যান্য সাহাবীর মুখ

থেকেও নিঃসৃত হয়েছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও এর উল্লেখ করেছেন এবং বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, ইতিহাস পাঠে আমরা জানতে পারি, সাহাবীরা যুদ্ধে এমনভাবে যেতেন যে, তারা মনে করতেন যুদ্ধে শহীদ হওয়া তাদের জন্য একান্ত প্রশান্তি ও আনন্দের কারণ। যুদ্ধে কোন দুঃখ পেলে তারা সেটিকে দুঃখ মনে করতেন না বরং সুখ মনে করতেন। মোটকথা, ইতিহাসে সাহাবীদের এমন ঘটনা ব্যাপক হারে দেখা যায় অর্থাৎ, খোদার পথে নিহত হওয়াকেই তারা নিজেদের জন্য পরম প্রশান্তি জ্ঞান করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মহানবী (সা.)-এর সেসব কুরআরে হাফিয, যাদেরকে মধ্য-আরবের একটি গোত্রকে তবলীগ করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল তাদের মাঝে হারাম বিন মিলহান (রা.) ইসলামের বাণী নিয়ে আমর গোত্রের নেতা আমের বিন তোফায়েলের কাছে যান আর বাকি সাহাবীরা পিছনে অবস্থান করেন। প্রথম দিকে আমের বিন তোফায়েল এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা কপটাচার প্রদর্শন করে তার খাতিরযত্ন করে। কিন্তু তিনি যখন আশ্বস্ত হয়ে বসেন আর তবলীগ আরম্ভ করেন তখন তাদের কতক দুষ্কৃতকারী এক নোংরা প্রকৃতির লোকের প্রতি ইঙ্গিত করে আর ইশারা পেতেই সে হযরত হারাম বিন মিলহান (রা.)'র ওপর পেছন থেকে বর্শাদ্বারা আঘাত হানে এবং তিনি ভূপাতিত হন। মাটিতে পড়ার সময় তার মুখ থেকে অবলীলায় এই বাক্য নিঃসৃত হয়, **'আল্লাহু আকবর, ফুযতু ওয়া রাব্বিল কা'বা'** অর্থাৎ কাবা গৃহের প্রভুর কসম! আমি মুক্তি লাভ করেছি। এরপর এই দুষ্কৃতকারীরা অন্যান্য সাহাবীদের ঘিরে ফেলে এবং তাদের ওপর আক্রমণ করে। তখন হযরত আবু বকর (রা.)'র মুক্ত ক্রীতদাস আমের বিন ফুহায়রাহ্ (রা.), যিনি হিজরতের সময় মহানবী (সা.)-এর সফরসঙ্গী ছিলেন, তার সম্পর্কে বলা হয়, তার হন্তারক, যে পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, সে তার ইসলাম গ্রহণের কারণ এটিই উল্লেখ করত যে, আমি যখন আমের বিন ফুহায়রাহ্ (রা.)-কে শহীদ করি তখন তার মুখ থেকে অবলীলায় **'ফুযতু ওয়াল্লাহে'** নিঃসৃত হয়, অর্থাৎ, খোদার কসম! আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি। এসব ঘটনা থেকে বুঝা যায়, সাহাবী (রা.)-দের জন্য দুঃখের পরিবর্তে মৃত্যু আনন্দের কারণ হতো। **(এক আয়াত কি পুর মা'রুফ তফসীর, আনওয়ারুল উলূম, ১৮তম খণ্ড, পৃঃ ৬১২-৬১৩)**

অতএব পরম সৌভাগ্যবান ছিলেন সেসব মানুষ, বিশেষ করে হযরত আমের বিন ফুহায়রাহ্ (রা.), যিনি হযরত আবু বকর (রা.)'র সেবা করারও সুযোগ পেয়েছেন, মহানবী (সা.)-এর সেবারও সুযোগ পেয়েছেন আর তাঁর সাথে হিজরত করারও সৌভাগ্য লাভ করেছেন, অধিকন্তু সওর গুহায় মহানবী (সা.)-কে খাবার পৌছানোরও সৌভাগ্য হয়েছে। সে যুগের খাবার ছিল ছাগদুগ্ধ, অর্থাৎ তাকে ছাগলের দুধ পৌঁছানোর জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল আর তিনি লাগাতার তিনদিন সেখানে ছাগল নিয়ে যান এবং ছাগলের দুধ সেখানে পৌঁছাতে থাকেন। এছাড়া তার এই সুযোগও হয়েছে যে, তিনি মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে সুরাকাহ্কে নিরাপত্তানামাও লিখে দিয়েছেন। এরপর তার দোয়ার ফলে মহানবী (সা.) দূরে বসেই তার শাহাদতের সংবাদ লাভ করেন। কাজেই, এসব ব্যক্তি ছিলেন বিশ্বস্ততার মূর্ত-প্রতীক, যারা প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের পদমর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নীত করতে থাকুন।

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৮-১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ পৃঃ ৫-৯)
(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)